নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১৫ পৃঃ ১১-২৪
© ২০১০ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সত্তার ধারণায়ন : একটি তত্ত্বীয় বিশ্লেষণ[১]

রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা*

১. ভূমিকা

সমকালীন জ্ঞানতাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলাপচারিতায় একটি সমস্যায়িত প্রত্যয় হলো 'Self' বা সত্তা[২]। পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থা ও পারিপার্শ্বিকতার সাথে সঙ্গতি রেখে ব্যক্তির নিরন্তর আত্ম অনুসন্ধান, সত্তার নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ প্রসঙ্গ সমসাময়িক নৃবৈজ্ঞানিক আলাপচারিতায় এবং লিঙ্গীয় প্রসঙ্গ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সত্তা একটি কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়। ব্যক্তি তার নিজ পরিবেশ, পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনায় প্রতিনিয়ত নিজকে নির্মাণ করে আবার প্রয়োজন সাপেক্ষে নির্মিত সত্তার পরিধিকে খন্ডন করে এবং তার নিজ সত্তাকে পুনঃপ্রত্যয়ন করে থাকে। সত্তার ধারণায়নের মধ্য দিয়েই ব্যক্তি তার আত্মকে প্রতিষ্ঠা করে। লিঙ্গ, শ্রেণি, বয়স, আর্থসামাজিক অবস্থান, পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকে ব্যক্তি তার আত্মকে নির্মাণ করে। তাই ব্যক্তি হতে ব্যক্তির, নারী হতে পুরুষের, নারী হতে নারীর সত্তা ভিন্ন ভিন্ন। প্রেক্ষিত ও বাস্তবতাভেদে ব্যক্তি হতে ব্যক্তির সত্তাগত অনুধাবন প্রেক্ষাপট ঠিক যেভাবে ভিন্ন ভিন্ন, সত্তাগত নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ প্রেক্ষিতও তেমনই ভিন্ন। ব্যক্তির সত্তা কেবল তার অস্তিত্ব বা উপস্থিতির পরিচায়কই নয়, জীবন ধারবাহিকতায় সদা পরিবর্তনশীল একধরণের চেতনাবোধও বটে। সত্তাকে তাই একটি সমন্বিত প্রপঞ্চ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, যা একই সাথে ব্যক্তির মনোজাগতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকতাকে ধারণ করে। সত্তাগত চেতনাবোধ, কখনো কখনো সচেতন ও অবচেতন পরিসরে ব্যক্তিকে তার নিজ সত্তার নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণে উদ্যোগী করে তোলে। আবার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নির্মাণ প্রক্রিয়া ব্যক্তিকে তার চেতনা গঠনে প্রভাবিত করে।

বিভিন্ন তাত্ত্বিক পরিসর হতে সত্তা ধারনায়নের জটিলতা বিশ্লেষণ ও উত্তরাধুনিক ধারায়, বিশেষত উত্তরাধুনিক নারীবাদী চেতনায় সত্তা অধ্যয়নের গুরুত্ব উপস্থাপন এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রবন্ধটিকে ভূমিকা ও উপসংহার ব্যতীত চারটি পৃথক পরিসরে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম অংশে 'Self' বা সত্তাকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়ে থাকে সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে সত্তা অধ্যয়নের দার্শনিক ভিত্তি সম্পর্কে অলোকপাত করা হয়েছে। তৃতীয় অংশে মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও নৃবৈজ্ঞানিক চেতনায় সত্তাকে কিভাবে ধারণায়ন করা হয়ে থাকে সে সর্ম্পকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করা হয়েছে এবং চতুর্থ অংশে উত্তরাধুনিক নারীবাদী চেতনায় সত্তার ধারণায়ন ও তার সীমাবদ্ধতাকে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের আলোকে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে নারীর আত্ম পঠনে তার সত্তা বিশ্লেষণের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

---

* প্রভাষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইলঃ snigdha.rezwana@yahoo.com

২. 'Self ' বা 'সত্তা' সম্পর্কিত ধারণায়ণ

Rene Descarte (1644) সর্বপ্রথম তার "Principles of Philosophy" গ্রন্থে ব্যক্তির আত্মগত উপস্থিতির বর্ণনায়নে সত্তা প্রপঞ্চটি ব্যবহার করেন। তার মতে, মানুষ যখন কোন কিছু নিয়ে চিন্তা করে, তখনই সে তার অস্তিত্বকে, তার সত্তাকে অনুধাবন করে। আর অস্তিত্বের এই অনুধাবন ব্যক্তির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে। পরবর্তীতে অন্যান্য দার্শনিক, মনস্তাত্ত্বিক, সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীদের আলাপচারিতায় এর প্রাসঙ্গিকতা লক্ষ্য করা যায়। তবে একটি দীর্ঘ সময় যাবত এ বিষয়টি বুদ্ধিবৃত্তিক মহলে বিচ্ছিন্ন ভাবে আলোচিত হয়ে আসছে। পরবর্তীতে পাশ্চাত্যের 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ' ধারণা বিকাশের মধ্য দিয়ে সত্তা প্রপঞ্চটি পুনঃজ্জীবিত হয়ে উঠে। আবার 'ব্যক্তিত্বের শ্রেণী বিন্যাস' ধারণা বিকাশের মধ্য দিয়ে এটি পুনঃআকৃতি পায় বলে মনে করা হয়। আবার সত্তাকে সামাজিক সম্পর্ক, অপরাপর ক্রিয়া ও প্রেক্ষিত নির্ভর বাস্তবতা অনুধাবনের প্রাসঙ্গিকতায় প্রাধান্যপূর্ণ প্রপঞ্চ হিসাবে আলোকপাত করা হয়। সত্তা সর্ম্পকিত আলোচনায় অপর প্রাধান্যপূর্ণ তাত্ত্বিক হলেন, Sigmund Freud (1900)। তিনি ব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ পরিসর হতে সত্তাকে ব্যাখ্যা করে থাকেন। পরবর্তীতে Michael Carrithers (1985) সত্তাকে মূলত 'notion of soul' বা 'আত্মার ধারণা'র আধুনিক পশ্চিমা মনস্তাত্ত্বিক চিন্তার রূপান্তর হিসাবে চিহ্নিত করেন। যেখানে ব্যক্তির ব্যক্তি স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতাকে গুরুত্ব দিয়ে তার আত্ম বিশ্লেষণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়ে থাকে। Marcel Mauss (1979) এর অনুসারে, এটি কেবল 'Sense of self' বা ব্যক্তির আত্মবোধের সাথেই যুক্ত নয় বরং ঐতিহাসিকতার সাথেও যুক্ত একটি বিষয়। যার মধ্য দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সময় ব্যক্তিকে কিভাবে গঠন করা হচ্ছে সে বিষয়টিও জানা যেতে পারে। মসের এই বক্তব্যের মাঝেই হয়তো নিহিত আছে যে কেন বর্তমান প্রেক্ষাপটে সত্তা কেন্দ্রীক আলোচনা এত গুরুত্বপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। সত্তা ধারণায়নে রয়েছে নানা ধরণের জটিলতা তাই, সত্তা প্রপঞ্চটিকে একটি জটিল এবং বৈচিত্র্যময় প্রপঞ্চ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে, যা বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন পরিসরে প্রেক্ষিতভেদে আলোচিত হয় (Purkey William, 1988)। তবে Carl Rogers (1947) মূলতঃ সত্তাকে স্বতন্ত্রভাবে গুরুত্ব দেন। তাঁর মতে ব্যক্তির আত্ম হলো ব্যক্তিত্ব গঠনের মূল উপাদান। একই সাথে এটি এমন একটি সামাজিক উৎপাদন যার মাধ্যমে ব্যক্তি একে অপরের সাথে পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্ক তৈরি করে। এরই সূত্র ধরে Prescott Lecky (1945) বলেন যে এটি শুধু ব্যক্তিত্ব গঠন বা ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির আন্তঃসম্পর্কই নয় বরং ব্যক্তির মাঝে ব্যক্তিত্ববোধেরও তৈরি করে যা সত্তার ধারাবাহিকতার মাধ্যমে পরিপূর্ণতা পায়। একই সাথে এটি ব্যক্তির আচরণকে নির্ধারণ করে এবং মনঃস্তাত্ত্বিক পরিসরে ব্যক্তিকে তার সত্তার নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণে উৎসাহিত করে।

নৃবিজ্ঞানে সত্তা সম্পর্কিত বিশ্লেষণ আশির দশক হতে সরব হয়ে উঠে। নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণে সত্তাকে সংজ্ঞায়িত করা হয় যাপিত জীবন হিসাবে। ব্যক্তি কিভাবে তার জীবনকে যাপন করে, কিভাবে তার নিজেকে নির্মাণ করে, সে নিজেকে কিভাবে অনুধাবন করে তার সামগ্রিকতাকেই সত্তা হিসাবে ধারণায়ন করা হয়। এক্ষেত্রে মনে করা হয়, যে ব্যক্তি মাত্রই তার নিজ সত্তার নির্মাতা ও পরিচালক। তবে Heidegger (1962) বলেন,

ব্যক্তির সত্তা নির্মিত হয় একধরণের 'givenness' বা আরোপনের মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ এক ধরনের নির্দিষ্ট সমাজ ব্যবস্থা, রীতি-নীতি ও বাধ্যবাধকতার মধ্য দিয়ে সে তার সত্তার নির্মাণ করে থাকে। একটি বাস্তব অবস্থার মধ্য দিয়ে সে তার নিজেকে অঙ্কনের চেষ্টা করে এবং নিজ লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট হয়। আর তাই ব্যক্তি সত্তা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীলতার মধ্য দিয়ে নিত্য নতুন আদল পায়। ব্যক্তি মাত্রই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নানাবিধ বাস্তবতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় এবং বিদ্যমান বাস্তবতায় পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনায় সে তার নিজেকে নির্মাণ করে, খন্ডন করে এবং একটি নতুন আকারকে আত্মস্থকরনে সচেষ্ট হয়।

৩. সচেতনতাবোধ ও ব্যক্তির আত্ম নির্মাণ- দার্শনিক চেতনায় সত্তার ধারণায়ন

মূলত ডেকার্তের আলোচনার সূত্র ধরে দার্শনিক চিন্তা জগতে সর্বপ্রথম সত্তা ধারণার সূত্রপাত ঘটে। তাঁর মতে, ব্যক্তি যখন কোন কিছু সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে, তখনই সে চিন্তা করে। ব্যক্তির এ চিন্তা করার অর্থই হলো তার নিজস্ব অস্তিত্বের অনুধাবন। ব্যক্তির এই অস্তিত্বকেই ডেকার্তে সত্তা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেন। তাঁর এই দার্শনিক চেতনা সত্তার প্রাথমিক ধারণা প্রদানের ক্ষেত্রে মাইলফলক হিসাবে বিবেচিত হয়। তবে তাঁর চিন্তাধারা কেবল ব্যক্তির অস্তিত্বের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির সাথে সম্পর্কিত যা সত্তাকে পরিপূর্ণ রূপে অনুধাবনের অর্থবহতাকে ধারণ করেনা বলে মনে হয়। অন্যদিকে Immanuel Kant তাঁর লেখা 'Foundations of the Metaphysics of Moral' (1948) বলেন, সত্তা হলো ব্যক্তির চিন্তা ও মননের এক প্রকার ক্যাটাগরী যার মধ্য দিয়ে সে তার নিজেকে অনুধাবন করে। তবে তিনি 'self-perception' এবং 'individual' এর মাঝে সীমারেখা টানেন। তিনি ব্যক্তির চিন্তাধারাকে 'sensibility' বা চেতনাবোধ দ্বারা প্রত্যয়ন করেন। তার মতে, সংস্কৃতি ভেদে 'পারসন' ধারণার ভিন্নতায় ব্যক্তির চেতনাবোধও ভিন্ন হয় এবং এই ভিন্নতাকে বিশ্লেষণের একটি অন্যতম ক্যাটাগরী হিসাবে সত্তাকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কান্টের এরূপ চিন্তাধারা সত্তাকে যতটা পৃথক পরিসরে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলে তার চেয়ে, এটিকে একধরণের ক্যাটাগরী ও বিশ্লেষণাত্মক 'টুল' হিসাবে গ্রহণের পরামর্শ দেয়। তিনি আরো বলেন, 'I' (আই) বা 'আমি' কোনভাবেই একটি প্রপঞ্চ হতে পারে না। কিন্তু এটি ব্যক্তির 'সচেতনতা'কে বহন করে। তাই কেবল 'আই' দ্বারা সত্তার উপস্থিতি অনুধাবন করা যায় না, যতক্ষণ না এটির সাথে ব্যক্তির চেতনাবোধকে যুক্ত করা যায়। কান্টের এই ধারণার সাথে আমি আংশিক ভাবে একমত, কেননা একথা নিশ্চিত ভাবেই সত্য যে, ব্যক্তির অস্তিত্ব, উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির সাথেই কেবল সত্তার ধারণা যুক্ত নয়, এটির সাথে তার মনোজাগতিক চেতনাবোধও যুক্ত করা প্রাসঙ্গিক। কিন্তু কেবল চেতনাবোধের মাধ্যমে সত্তাকে বিশ্লেষণ করা হলে এটিকে ক্ষেত্র বিশেষে পুরোপুরি ব্যক্তিক একটি বিষয় বলে মনে হতে পারে। আবার কান্ট যেভাবে 'self as a category' হিসাবে প্রত্যয়ন করে থাকেন সেভাবে সত্তাকে চিহ্নিত করার বিষয়টিও সমস্যাজনক। অন্যদিকে হেগেল, কান্টের ধারণার বিপরীতে সত্তাকে প্রত্যয়ন করে থাকেন। কান্ট যেখানে বলেন 'আই' কোনভাবেই একটি প্রপঞ্চ বা কনসেপ্ট হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না সেখানে হেগেল 'আই' কে সকল কিছু প্রত্যয়নের মূল প্রপঞ্চ হিসাবে গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে Charles Taylor (1975) হেগেলকে উদ্বৃত করে বলেন,

> "The best representation of the concept in the furniture of the world is the 'I'....... 'I' is the pure concept itself, which as concept has come into existence"

অর্থাৎ কান্টের পুরোপুরি বিপরীতে হেগেল সত্তা ধারণায়নেই নয়, বরং সকল প্রত্যয়নের একটি বিশুদ্ধ প্রপঞ্চ হিসেবে 'আই' কে ব্যবহার করেন। তিনি 'Geist' বা 'Spirit' এর মধ্য দিয়ে সত্তার ধারণা দেন। তাঁর মতে, বাস্তবতাকে ভিত্তি করে ব্যক্তির মাঝে যে সচেতনতা গড়ে উঠে তার প্রত্যয়নই হলো 'আই'। হেগেলের এরূপ ধারণার সাথে বাস্তবতাকে এরূপ ভাবে জুড়ে দেওয়া হয় যে, এটির সাথে যুক্ত মনোজাগতিক চেতনার প্রসঙ্গটি চাপা পড়ে যায়, যা সত্তার অনুধাবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। Renouvier (1903) এবং Hamelin (1907) কান্ট এবং হেগেলের বিপরীতে 'personalism' এর আলোকে সত্তার ধারণা দেন। তারা উভয়ই কান্ট এবং হেগেলের ধারণাকে সমস্যায়িত করে তাদের নিজেদের অবস্থান তুলে ধরেন। তাদের মতে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব হলো তার সত্তার একটি অংশ। তারা ব্যক্তিত্ববোধকে 'non-self' এবং সচেতনতাকে 'person' ধারণার সাথে যুক্ত করে সত্তাকে সংজ্ঞায়িত করেন। পাশাপাশি কান্ট এবং হেগেলের সচেতনতার ধারণাকে তারা দুটি পরিসরে সমস্যায়িত করেন। প্রথমত, কান্ট যেভাবে সচেতনতাকে ব্যাখ্যা করেণ সেভাবে বিশ্লেষণ করলে মনে হতে পারে প্রত্যেক ব্যক্তি মাত্রই সচেতনতাকে ধারণ করে। দ্বিতীয়ত, হেগেল যেভাবে সচেতনতার কথা বলেন, তাতে সত্তাকে সর্বদা এক ধরণের কার্যকর প্রক্রিয়ার মধ্যে চলমান 'concrete being' হিসাবে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, Renouvier মূলত কান্টের সত্তা সম্পর্কিত চিন্তাধারাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন। তবে হেগেলের আলোচনায় যেভাবে সচেতনতাকে এক ধরণের স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, তিনিও ঠিক সেভাবে সচেতনতাকে পারসনের সমার্থক হিসেবে বিবেচনা করে সত্তাকে সংজ্ঞায়িত করবার চেষ্টা করেন। তার আলোচনাতে ব্যক্তিকে কেবল সচেতনতার সাথে যুক্ত করে সত্তাকে বিশ্লেষণের কথা বলা হয়। কিন্তু সত্তা মাত্রই কেবল সচেতনতার বাহক নয়। এর সাথে ব্যক্তির অবচেতন মনের প্রসঙ্গটিও গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তি সকল কিছু তার সচেতন মস্তিষ্কে করে না। অনেক কিছুই সে অবচেতন ভাবে তার নিজের মাঝে ধারণ করে, যা তার সত্তাকে গঠনে প্রভাব রাখে। তাই কেবল সচেতনতা বা ব্যক্তির সচেতন অবস্থাকেই সত্তা হিসাবে সংজ্ঞায়ন করা সমস্যাজনক বলে আমার কাছে মনে হয়েছে।

৪. মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও নৃবৈজ্ঞানিক চেতনায় সত্তা

সত্তা ধারণায়নের দ্বিতীয় পর্যায়ে ফ্রয়েডের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দার্শনিক চেতনায় যেখানে সত্তাকে প্রত্যয়নের ক্ষেত্রে সচেতনতাকে গুরুত্ব দেয়া হয়, ফ্রয়েড সেখানে মনস্তাত্ত্বিক পরিসরকে গুরুত্ব দিয়ে সত্তার বিশ্লেষণে সচেষ্ট হন। তিনি মানুষের মানসিকতাকে দুটি পরিসরে বিভক্ত করে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে অনুধাবনের কথা বলেন। তার মতে, মানুষের মন প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত- Conscious part of mind এবং Un-conscious part of mind। ফ্রয়েডের প্রায় সকল কাজই অবচেতনাকে কেন্দ্র করে বিকশিত (Peter Barry 1995)। তিনি মূলত মানুষের অবচেতন মানসিকতার মাঝে

বিদ্যমান চিন্তা চেতনাকে গুরুত্ব দিয়ে তার সচেতনতাকে অনুধাবনের কথা বলেন। যার মাধ্যমে ব্যক্তির সত্তা গঠিত ও নির্মিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ৩ ধরণের পর্যায়কে প্রাধান্য দিয়ে সত্তাকে সংজ্ঞায়ন করা হয়ে থাকে। প্রথমত: Id (আইডি)- যেখানে ব্যক্তি তার সহজাত প্রবৃত্তিতে বিকশিত হয় এবং তার স্বভাবজাত তাড়নাবোধ ও সন্তুষ্টি লাভের মধ্য দিয়ে নিজেকে তথা নিজ সত্তাকে অনুধাবন করে থাকে। দ্বিতীয়তঃ Ego (ঈগো) - এটি মূলত সত্তা সম্পর্কিত মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাকে একটি জোরালো অবস্থানে নিয়ে যায়। এ পর্যায়ে ব্যক্তি সামাজিক বাস্তবতাকে অনুধাবন করে তার মূল্যবোধকে তৈরি করে। যার ভিত্তিতে ব্যক্তির আত্মগত মূল্যবোধ তৈরি হয় এবং তৃতীয়ত: Super-Ego (সুপারঈগো)- এটি মূলত ঈগো ধারণার আরো উন্নত অবস্থাকে নির্দিষ্ট করে। এটি ব্যক্তির নৈতিকতা, বিবেক বিবেচনা সামাজিক নানাবিধ পারিপার্শ্বিকতার বিচারে গড়ে উঠে। যার ভিত্তিতে মানুষের মাঝে আদর্শগত বোধের সৃষ্টি হয়।

মনস্তাত্ত্বিক স্কুল, মূলত ফ্রয়েডীয় আইডি, ঈগো, সুপারঈগো ধারণর মাধ্যমে সত্তাকে সংজ্ঞায়িত করে থাকে। পরবর্তী পরিসরে মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনের নানাবিধ ক্রিয়াকর্মের ব্যাখ্যা বর্ণনার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির সত্তাকে চিহ্নিত করা হয়। ফ্রয়েড এটিকে বলেন, "The psychopathology of everyday life"। এরই প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে Anna (1946) বলেন, ব্যক্তির আত্ম বর্ণনায়নই তার সত্তাকে পরিপূর্ণ আকারে উপস্থাপন করতে পারে। ফ্রয়েডীয় মনঃস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সত্তাকে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যদিও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং যৌক্তিক, তথাপি এখানে মনঃস্তাত্ত্বিক পরিসরকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বলে ধারনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে যদিও সামাজ বাস্তবতার বিষয়টিকে যুক্ত করা হয় তথাপি ব্যক্তির মনোজাগতিক চেতনার আলোকেই সামাজিক বাস্তবতাকে চিত্রায়ন করার প্রবণতা লক্ষ্য হয়।

অন্যদিকে ফ্রয়েডীয় এই সত্তা ধারণার বিপরীতে Emile Durkheim (1912) বলেন, সত্তা হলো একধরণের সামাজিক উৎপাদন। তার মতে, সমাজ ও সামাজিক বাস্তবতাই ব্যক্তির সত্তাকে গঠন করে। এক্ষেত্রে তিনি 'social fact' এর আলোকে সত্তাকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেন। তার মতে, সত্তার ধারণা আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনশীলতার একটি ধারা। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা ও সামাজিক বাস্তবতা বিচারে এটি সমাজ কর্তৃক নির্মিত এক ধরণের বোধ, যা সমাজ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ ডুর্খেইম সত্তার সংজ্ঞায়নে মানুষের মন অপেক্ষা সমাজ ও সামাজিকভাবে নির্মিত ব্যক্তির বোধকে গুরুত্ব দেন। তার এই ধারণাকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান Marcel Mauss (1968)। তাঁর মতে, সত্তা ধারণাটি মূলত পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থার নির্মিত একটি প্রপঞ্চ। মূলত ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদী সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে সেখানে পারসন ধারণার সূত্রপাত ঘটে। আর এই পারসনই হলো সত্তা। এ প্রসঙ্গে Carrithers (1985) মসকে উদ্বৃত্তি করে বলেন, "The Person= Self, The self= Consciousness" অর্থাৎ "ব্যক্তি = সত্তা, সত্তা = সচেতনতা"[৩]। মসের মতানুসারে ব্যক্তি তথা সত্তার ধারণা সুনিশ্চিত ভাবেই ব্যক্তির সচেতন মস্তিষ্কের একটি প্রতিফলন। এটি মূলত পশ্চিমা সামজের মননশীলতার মাঝে গড়ে উঠা

ব্যক্তির ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবোধ দ্বারা উৎসারিত একটি চেতনা। মসের এই চিন্তা Mac Farlane (1978) এর কাজেও লক্ষ্য করা যায়, যেখানে সত্তাকে কেবল পশ্চিমা সমাজে চর্চিত একটি ব্যক্তি স্বাতন্ত্রতাবাদী প্রপঞ্চ হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এরূপ চিন্তাধারা অনুসারে মনে হয়, সত্তা কেবলমাত্র পশ্চিমা ব্যক্তি স্বাতন্ত্রতাবাদী চিন্তার ফসল এবং এটি কেবল পশ্চিমা সমাজে বিদ্যমান এক ধরণের 'চেতনাবোধ' যা খুবই সমস্যাজনক। কেননা ব্যক্তির আত্মগত মূল্যবোধ, উপলব্ধিকে কোনভাবেই কেবল সুনির্দিষ্ট কোন সমাজ ব্যবস্থার উৎপাদন হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। কারণ সত্তার ধারণা সমাজ ভেদে ভিন্ন হতে পারে কিন্তু সকল সমাজেই 'সত্তা' ধারণা ক্রিয়াশীল। এ বিষয়টি নৃবিজ্ঞানীদের কাজের মধ্য দিয়ে আরো পরিষ্কার হয়ে উঠে। Radcliffe Brown (1940) বলেন, "Every human being living in society is two thing... he is an individual & he is also a person"। অর্থাৎ প্রত্যেক সমাজে ব্যক্তি মাত্রই দুটি ভিন্ন পরিসরে তাদের জীবনকে যাপন করে, একটি হলো তার 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্রতা' এবং অপরটি হলো 'ব্যক্তিত্ব'। তার মতে, ব্যক্তিকে যখন ব্যক্তিত্ব দ্বারা বিবেচনা করা হবে তখন তাকে অপরাপর সামাজিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। আর এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যতা এবং ব্যক্তিত্বের সমন্বয়কেই সত্তা হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে ।

৫.'নারী ও তার সত্তা' - উত্তরাধুনিক চেতনায় সত্তা সম্পর্কিত ধারণায়ন

অপরাপর চিন্তাধারা হতে উত্তরাধুনিক চেতনা একটু ভিন্ন। উত্তরাধুনিক ধারাতে প্রথাগত চিন্তাগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা হয়ে থাকে। কেননা, এই ধারাতে 'সত্য' এবং 'বাস্তবতা' সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করা হয়। এরই সূত্র ধরে নির্মিত ধারণা সম্পর্কে যেমন, নারী-পুরুষ লিঙ্গীয় ভূমিকা নিয়ে রচিত 'মহাবয়ান' (grand narratives) সমূহের প্রতি এক ধরণের সংশয় থাকে। এগুলোকে 'logocentric thought' বা 'আধিপত্যশীল একপক্ষীয় চিন্তা' হিসাবে অভিহিত করা হয়ে থাকে, যেখানে চিন্তাকে অপরিবর্তনশীল চেতনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই উত্তরাধুনিক নারীবাদীরা প্রথাগত চিন্তাধারা প্রত্যাখ্যান করে। নারীদের ভিন্নতা ও বহুমাত্রিক বাস্তবতাকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের সত্তাকে পাঠ করার বিষয়টিকে প্রস্তাব করা হয়। এরূপ চিন্তায়নে Helene cixous, Luce Irigaray, Julia kristeva এদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। Jacques Derrida (1987) এর ন্যায় এসকল উত্তরাধুনিক নারীবাদীগণ প্রচলিত চিন্তা ধারার 'Deconstruction' এর মধ্য দিয়ে সত্তা এবং নারীর আত্মকে পুনঃপঠনের দাবী করেন। তারা ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব ও চর্চার পুনঃব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে নারীর সত্তাকে বিশ্লেষণের প্রতি গুরুত্ব দেন। কিছু উত্তরাধুনিক নারীবাদী আবার 'deconstruction' নয় বরং পরিবর্তনশীল বিশ্ব ব্যবস্থার সাথে সাথে পরিবর্তিত নারীর সত্তাকে বিশ্লেষণের বিষয়টি প্রাধান্য দেন। উত্তরাধুনিক নারীবাদীদের এ চিন্তার উৎস, Simone de Beauvoir এর কাজে খুঁজে পাওয়া যায়। যেখানে তিনি প্রশ্ন করেন, "Why is women the second sex?"। অর্থাৎ কেন নারীকে দ্বিতীয় লিঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে? De Beauvior (1981) এর এই চিন্তাই উত্তরাধুনিক নারীবাদে নতুন পরিসরে আলোচিত হয়ে থাকে। যেখানে প্রশ্ন করা হয়, "Why is women the other?" অর্থাৎ Behavior যেখানে 'দ্বিতীয় লিঙ্গ'কে প্রশ্নবিদ্ধ করেন সেখানে উত্তরাধুনিক চেতনায়

'অন্য'কে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয় (Tong,1989)। আর নারীর এই 'অন্যতা'[৪] কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে উত্তরাধুনিক নারীবাদে বলা হয়, নারীকে এই 'অন্য' তে পরিণত করার মধ্য দিয়ে কেবল পিতৃতন্ত্রের নিয়ম, নীতি, চর্চা ও মূল্যবোধকেই সমস্যায়িত করে দেখা হয়েছে। যার ফলে নারীর অবস্থান বিবেচনায় কেবল তার 'অবদমন', 'অধঃস্তনতার' চিত্রই আমাদের সামনে উঠে এসেছে। নারীকে তাই কতগুলো সুনির্দিষ্ট প্রপঞ্চ দ্বারাই ব্যাখ্যা করার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। এক্ষেত্রে নারীর উপস্থিতি বা তার চিন্তাচেতনাকে তুলে ধরা হয়নি। ফলে নারীর পরিপূর্ণ বাস্তবতাকেও জানা সম্ভব হয়নি বলে তারা মনে করেন। তাই উত্তরাধুনিক নারীবাদ নারীর 'openness' এর উপর গুরুত্ব দিয়ে তার সত্তাকে পাঠ করার কথা বলে। যার মধ্য দিয়ে নারীর বৈচিত্র্যতা, ভিন্নতা, নৈর্ব্যক্তিকতা এবং সত্তার বহুমাত্রিকতাকে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

উত্তরাধুনিক নারীবাদের একটি মৌলিক বিষয় হলো 'deconstructionalist approach'[৫] যেখানে কেবল বৈশ্বিক সার্বজনীন আধিপত্যশীল মহাবয়ান সমূহকেই প্রশ্নবিদ্ধ করা হয় বরং এর সাথে সাথে নানাবিধ বৈপরীত্যকেও চ্যালেঞ্জ করা হয়। যেমন যৌক্তিক বনাম আবেগিক, সুন্দর বনাম কুৎসিত, ভাল বনাম খারাপ, পুরুষ বনাম নারী, নিজ বনাম 'অন্য' ইত্যাদি। এক্ষেত্রে 'antithetical opposition'[৬] ধারণার মধ্য দিয়ে এ সকল বৈপরীত্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়। যেখানে দাবী করা হয় যে একটি কনসেপ্টকে শক্তিশালী বা আধিপত্যধারী করে তুলতে অপর একটি কনসেপ্ট ব্যবহার করা হয়েছে। যার প্রেক্ষিতে বৈপরীত্যগুলো তৈরি হয়ে থাকে, যেমন নারীত্ব বনাম পৌরষত্ব ও নারী বনাম পুরুষের ধারণা। তাই এ ধরণের বৈপরীত্যগুলোকে না দেখে, উত্তরাধুনিক নারীবাদীরা সত্তাকে দেখার কথা বলেন। নারীকে তারা নারীত্বের বিপরীতে পৌরুষত্ব বা পৌরুষত্বের বিপরীতে নারীত্ব, এরূপ ধারণার মধ্য দিয়ে না দেখে নারীকে তার সত্তার আত্ম নির্মানের মধ্য দিয়ে বিশ্লেষণের কথা বলেন। যেখানে নারী 'অন্য' নয় বরং নিজ হিসাবে গৃহীত হবে।

ক) সত্তার 'সর্বোচ্চ যৌক্তিকরন তত্ত্ব' ও তার সীমাবদ্ধতা

সমসাময়িক আমেরিকান সমাজে সত্তা প্রপঞ্চটিকে গুরুত্ব দিয়ে নারীর বাস্তবতা অনুধাবনের কথা বলা হয়ে থাকে। সেখানে John Locke & Tomas Jefferson এর সত্তা সম্পর্কিত চিন্তা চেতনাকে প্রাধান্য দিয়ে সত্তাকে একটি 'unified rational thinking subject' হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এরূপ চিন্তাধারায় ব্যক্তিকে সর্বদা যৌক্তিক মানুষ হিসাবে গণ্য করা হয়। তাই ধারণা করা হয় যে ব্যক্তি সর্বদা যৌক্তিক আচরণ করে এবং তার নিজস্ব স্বার্থ পূরণের চেষ্টা করে। আর এ কারনেই নারীর মাঝে তার নিজস্ব স্বপ্ন বা ইচ্ছা পূরণের আশা জাগ্রত হয়। নারী তার যৌক্তিকতা তথা যৌক্তিক আচরণের দ্বারা নিজস্ব আকাঙ্খা পূরণে সচেষ্ট হয়ে উঠে। এভাবেই নারীর সত্তাকে চিহ্নত করা হয়ে থাকে। যৌক্তিকতাকে কেন্দ্র করে নারীর সত্তাকে বিবেচনা করার এই তত্ত্বায়নকে 'The Rational Maximizer Theory of the Self' বা সত্তার সর্বোচ্চ যৌক্তিকরণ তত্ত্ব হিসাবে আখ্যায়িত হয়। এ ধারার নারীবাদীগণ দাবী করেন, নারী সর্বদাই যৌক্তিক কিন্তু সামাজিকভাবে তার এ যৌক্তিকতাকে মূল্যায়ন করা হয় না বরং নারীর যৌক্তিক কাজসমূহকে 'Women's

work' হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এরূপ চিন্তাধারায় আরো ভাবা হয় যে, নারী এবং পুরুষের ব্যক্তিক পরিচিতির মাঝে কোন পৃথকতা নাই। তাই নারী-পুরুষ উভয়েই সমভাবে তাদের যোগ্যতা ও ইচ্ছা অনুসারে যৌক্তিক আচরণের মাধ্যমে তার লক্ষ পূরণ করতে পারে।

এ ধারণায়নে যেভাবে ব্যক্তিমাত্রই যৌক্তিক হিসাবে দাবী করা হয় সেটি সমস্যাজনক। একই সাথে মানুষ মাত্রই যৌক্তিক এরূপ চেতনা অনেক বেশি অর্থনীতিবিদদের 'যৌক্তিক সত্তা'র ধারণার সাথে সম্পর্কিত বলে আমার কাছে মনে হয়েছে। অন্যদিকে এখানে বলা হচ্ছে নারী এবং পুরুষের 'ব্যক্তিক পরিচিতি' অভিন্ন, এরূপ ধারণা সমস্যাজনক। এক্ষেত্রে মাঠ গবেষণা হকে প্রাপ্ত তথ্য সাপেক্ষে নিম্নোক্ত ঘটনাটির প্রাসঙ্গিক হতে পারে।

> সীমা, বয়স- ৩৩, বৈবাহিক অবস্থান সূত্রে পূর্বে বিবাহিত, বর্তমানে অবিবাহিত। বিয়ের ছয় মাসের মাথায় তিনি তার স্বামীকে ডিভোর্স দেন। সীমার বাবা একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রকৌশলি। সীমার বয়স যখন ৩০ তখন পারিবারিক ভাবে তার বিয়ে হয়। তার প্রাক্তন স্বামী ছিলেন একজন সরকারী কর্মকর্তা । সীমার বক্তব্য অনুসারে, যেহেতু সীমার বয়স ৩০ পার হয়ে যাচ্ছিল, এবং এম.কম পাশ করার পরও, সে রকম ভাবে কোন প্রস্তাব আসতো না, সেহেতু সীমার বিয়ে নিয়ে পরিবারের সবাই খুব চিন্তিত ছিল। তাই তার বাবা মা কোন কিছু চিন্তা না করেই সীমাকে বিয়ে দেন। সীমার ভাষায়,
>
> "সত্যি বলতে কি তখন সে সময় আমি খুবই অলস প্রকৃতির ছিলাম। এম.এ পাশ করে তা না হলে কি কেউ গাধার মত ঘরে বসে থাকে... আর তাছাড়া আমার মাঝে একটু 'ঘরকন্যা' ভাব ছিল। আমি স্বপ্ন দেখতাম স্বামী সংসার নিয়ে, তখন মনে হতে, একটা মেয়ের আর কি চাওয়ার থাকতে পারে! "
>
> সীমা জানান যে তার বিয়ের ৬ মাসের মাথায় তার স্বামীর বাজে ব্যবহার আর শারীরিক নির্যাতন সহ্য না করতে পেরে পারিবারিক সিদ্ধান্তে তিনি তার স্বামীকে ডিভোর্স দেন। এরপর থেকেই আশেপাশের মানুষজন, এমনকি তার নিজ পরিবারের সদস্যরাও তাকে নানা ধরনের কটুক্তি করেন। একধরনের অবহেলার মধ্য দিয়েই তিনি জীবন যাপন করতে থাকেন। তিনি বলেন,
>
> "এরপর থেকেই আমার নিজের মাঝে আমূল পরিবর্তন আসে। ডিভোর্স হয়ে যাবার পর আমার কাবিনের এক লক্ষ টাকা পাই। সেটা দিয়ে এমবিএ করি। সিদ্ধান্ত নেই এখন থেকে আমার জীবন আমিই চালাবো। ...এখন আমি যতটা না মেয়ে তার চেয়ে বেশী একজন মানুষ ।"

সীমার এ ঘটনাটি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়, তা হলো বিয়ের পূর্বে তার জীবনকে অনুধাবনের অভিজ্ঞতা, বিয়ের পরবর্তী এবং ডিভোর্স পরবর্তী জীবনকে অনুধাবনের অভিজ্ঞতা ভিন্ন ভিন্ন। আর এ অভিজ্ঞতা ভিন্ন ভিন্ন সময়ের তার পরিচিতির সাথে সম্পর্কিত। পরিচিতি পরিবর্তনের সাথে তার আত্মনির্মাণের প্রেক্ষাপটগত ভিন্নতা তৈরি হয় এবং এর মধ্য দিয়ে সে তার নির্মিত সত্তার পুনঃপ্রত্যয়ন ঘটায়। সে যখন অবিবাহিত নারী তখন সে নিজেকে 'ঘরকন্যা' হিসাবে নির্মাণে উদ্যোগী হয়। যখন তার বিয়ে হয় তখন সে জীবনের বাস্তবতার সাথে পরিচিত হয়ে তার সাথে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করে। যখন তার ডির্ভোস হয় তখন সে তার পূর্বনির্মিত আত্মকে পুনঃনির্মাণে উদ্যোগী হয়।

সে নিজের জীবনের উদ্দেশ্য লক্ষ্যকে অনুসন্ধান করতে শুরু করে। এ ঘটনা থেকেই অনুধাবন করা যায় যে, ব্যক্তি জীবনের নানাবিধ পরিস্থিতি তার পরিচিতির পরিবর্তন ঘটায়। এ পরিচিতি কেবল আত্মবোধ, স্বপ্ন ও আত্মনির্মাণের প্রেক্ষিতকেই প্রভাবিতই করে না, বরং সত্তার পুনঃপ্রত্যয়নে চাপও সৃষ্টি করে। তাই পরিবেশ পরিস্থিতিসাপেক্ষ ব্যক্তির পরিচিতি ও প্রেক্ষাপটগত ভিন্নতার আলোকে নারী কিভাবে তার আত্মকে নির্মাণ ও পুনঃ নির্মাণ করে থাকে সেটিকে বিশ্লেষন করা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ব্যক্তি মানুষের পরিচিতি হতে শুরু করে সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে নির্মিত নারী ও পুরুষের পরিচিতি কোনভাবেই সমরূপতাকে ধারণ করে না। পাশাপাশি নারী ও পুরুষের 'ব্যক্তিক পরিচিতি'র বিষয়টি প্রেক্ষিত ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এমনকি নারীর জীবনের নানাবিধ পর্যায়ে সে ভিন্ন ভিন্ন পরিচিতিকে ধারণ করে, যা তার সত্তাকে সর্বদা যৌক্তিকতা ধারণ করতে বাধাগ্রস্থ করে থাকে। একজন নারী যখন একজন অবিবাহিত কন্যা, তখন সে এক ধরণের 'ব্যক্তিক পরিচিতি'কে ধারণ করে। আবার সে যখন একজন স্ত্রী ও পরবর্তীতে মা, তখন সে ভিন্ন 'ব্যক্তিক পরিচিতি'কে বহন করে।

অন্যদিকে একজন পুরুষ পিতার পরিচিতি আর একজন নারী মায়ের পরিচিতি এক নয়। একজন নারীর ব্যক্তিক পরিচিতি তার আত্ম গঠনে সে সাধারণত তার পরিবারকে কেন্দ্র করে তার নিজ পরিচিতিকে উপস্থাপন করে কিন্তু একজন পুরুষের ক্ষেত্রে বিষয়টি লক্ষ্য করা যায় না। যেমন, একজন পুরুষ জীবনের যে পর্যায়েই অবস্থান করেন না কেন, সে সর্বদা তার নিজ নামে অন্যের সাথে পরিচিতি হয়ে থাকেন কিন্তু একজন নারী যখন বিবাহিত হন তখন তিনি একজন পুরুষের স্ত্রী হিসাবে পরিচিত হন। আবার যখন তার সন্তান হয়, তখন সে নারী যেখানেই যান না কেন তার পরিচিতি হয় সে তার সন্তানের মা। এটি সর্বদা আরোপিত কোন বিষয় নয়, ক্ষেত্র বিশেষে নারী নিজে থেকেও এ বিষয়টিকে অবচেতনভাবে ধারণ করে। যে নারী কর্মজীবী সে যদিও তার কর্মক্ষেত্রে নিজ নামে পরিচিত হন, কিন্তু তার গৃহে তার পরিচয় নির্ধারিত হয় সন্তানের পরিচয়ে। এমন কি তার প্রতিবেশী ও তার কর্মক্ষেত্র ভিন্ন সকল ক্ষেত্রে তার পরিচয় হয় তার সন্তানকে কেন্দ্র করে। কিন্তু পুরুষ মাত্রই তার নিজ পরিচিতিকে সর্বদাই ধারণ করতে পারেন। তাই আমার মতে নারী-পুরুষের 'ব্যক্তিক পরিচিতি' অভিন্ন, এইরূপ চিন্তাধারা অত্যন্ত সমস্যাজনক। তাই নারীর সত্তাকে তার প্রেক্ষিতগত ভিন্নতায়, ভিন্ন আত্মগত পরিচিতির মধ্য দিয়ে বিশ্লেষণ করা জরুরী।

খ) সত্তার ভিন্নতাকরণ তত্ত্ব ও তার সীমাবদ্ধতা

নারীর সত্তা সম্পর্কিত অপর গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ধারাকে বলা হয় Difference Theory। যেখানে ধারণা করা হয়, লিঙ্গীয় ভিন্নতার সাপেক্ষেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠন হয়ে থাকে। এখানে দুটি পর্যায়ে ভিন্নতাকে চিহ্নিত করে পৃথক পৃথক পরিসরে নারীর সত্তাকে বিশ্লেষণের কথা বলা হয়। প্রথমত, জৈবিক নির্ধারণবাদের ধারনা অনুসারে নারী পুরুষের ভিন্নতা ও তাদের সত্তাগত ভিন্নতাকে নির্দেশ করা হয়। দ্বিতীয়ত, মনস্তাত্ত্বিক নারীবাদী ধারাণায়নে নারী-পুরুষের পরিচয়গত ভিন্নতাকেই নারী-পুরুষের সত্তাগত ভিন্নতার কারণ হিসাবে নির্দেশ করা হয়। এখানে লিঙ্গীয় ভিন্নতা অপেক্ষা সামাজিকভাবে নির্মিত 'লিঙ্গীয় শ্রম

বিভাজন'কে নারী-পুরুষ পৃথক সত্তা নির্মাণের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এক্ষেত্রে Nancy Chodorow (1994), Dorothy Dinnerstein(1978), Carol Gilligan(1993) এবং Sara Ruddick (1995) এদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ধারা অনুসারে যদিও নারীর মনস্তাত্ত্বিক চেতনা ও লিঙ্গীয় ভিন্নতার বিষয়টিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তথাপি এখানে কেবল ভিন্নতাকে কেন্দ্র করেই নারীর সত্তাকে অনুধাবনের কথা বলা হয়, যা আমার কাছে সমস্যাজনক বলে মনে হয়। এ বিষয়টিকে নিম্নোক্ত ঘটনা দ্বারা উপস্থাপন করা যেতে পারে।

> শেলী, বয়স ৪১, বি.এ পাশ, দুই সন্তানের জননী, পেশায় তিনি একজন গৃহিনী। তার স্বামী ফরেস্ট্রি বিভাগের একজন সরকারী কর্মকর্তা। দীর্ঘ ২০ বছরের বিবাহিত জীবনে প্রায়ই তার স্বামীকে চাকুরীর কারণে বিভিন্ন স্থানে বদলী হতে হয়েছে। আর তাই স্বামীকে ছাড়াই তাকে জীবনের বেশ কিছু সময় একা থাকতে হয়। সংসারের সকল কাজ শেলীকে একাই সম্পন্ন করতে হয়। ছেলেমেয়েদের লালন পালন করা, তাদের লেখাপড়া, টাকা পয়সার লেনদেন, বাজার-সদাই সবই তার করতে হয়। শেলীর ভাষায়,
>
> "আমি আমাকে মেয়েমানুষ মনে করি না। শুধু শরীর দিয়ে তো আর ছেলে মানুষ বা মেয়ে মানুষ বিবেচনা করা যায় না। ...আমার সংসারের সকল কিছু তো আমিই করি। এ সংসারের আমিই পিতা আমিই কর্তা। আমার নিজেকে তো এখন ব্যাটাছেলে ব্যাটাছেলে বলেই মনে হয়।"

উপরোক্ত এই বক্তব্যেও বিশ্লেষণে ধারণা কারা যায় যে, কেবল ব্যক্তির জৈবিক বা মনস্তাত্তিক ভিন্নতাই তার সত্তার পরিচয়কে বহন করে না। নারী পুরুষ ভিন্নতা আবশ্যিক ভাবেই গুরুত্বপূর্ণ তথাপি এই ভিন্নতা ছাড়াও নারী-পুরুষের মধ্যকার সামাজিক সম্পর্ক, নারীর মনস্তাত্ত্বিক চেতনা এ সকল বিষয় ও নারীর সত্তা অনুধাবনে গুরুত্বপূর্ণ।

গ) সত্তার প্রেক্ষিতকরন তত্ত্ব ও নারীর বাস্তবতায় সত্তার পঠনশীলতা

উত্তরাধুনিক নারীবাদী আলাপচারিতায় সম্ভবত সমসাময়িক কালের সর্বাপেক্ষা যৌক্তিক ও গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বটি দেন Ann Ferguson (1991)। নারীর সত্তা সম্পর্কিত তার এই তত্ত্বটি হলো 'Aspect theory of self'। তিনি পূর্বেকার সত্তার সর্বোচ্চ যৌক্তিকরন তত্ত্ব এবং 'Difference Theory' এর সমালোচনায় বলেন, উভয় প্রকার চিন্তা ধারাতেই নারীর সত্তাকে এক ধরণের স্থির অবস্থান হতে বিবেচনা করা হয়েছে। তিনি বলেন, সত্তাকে এরূপ চিন্তাধারায় বিশ্লেষণ করা হলে, নারী সত্তাকে এক ধরণের 'given unity' এর মধ্য দিয়ে সংজ্ঞায়নের আশংকা থাকে। এভাবে নারীর সত্তাকে বিবেচনা করা হলে, নারীকে কিছু বিশেষ গুণাবলী দ্বারা আবদ্ধ করে ফেলা হয় যা কোনভাবেই নারীর প্রকৃত বাস্তবতা উপস্থাপনে সক্ষম নয়। তাই তিনি পূর্বোক্ত ধারার তত্ত্বসমূহ প্রত্যাখান করে নারীর সত্তাকে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিত হতে বিশ্লেষণের কথা বলেন। তিনি সত্তাকে পরিবর্তনশীল সমন্বিত সচেতনতার মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করে থাকেন। ফার্গুসন এটিকে এক ধরণের 'existential process' এর মধ্য দিয়ে অনুধানের কথা বলেন, যেখানে নারী কোন পরিস্থিতিতে অবস্থান করছে তার ভিত্তিতে তার সত্তাকে বিশ্লেষণ করা হবে। ফলে নারীর সত্তাকে কেন্দ্র করে কোন সার্বজনীন ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর কোন সুযোগ থাকবে না। উত্তরাধুনিক চেতনায়

যেভাবে সার্বজনীনতাকে সমস্যায়িত করে তার পুনঃপ্রত্যয়নের কথা বলা হয়, ফার্গুসন ঠিক একই ভাবে নারীর সত্তাগত সার্বজনীন ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন। তিনি নারীর সত্তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা বিদ্যমান ধারণা সমূহকে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি নারীর সত্তাকে বহুমাত্রিকতা ও নৈর্ব্যক্তিতার মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করেন। তিনি মূলত সত্তাকে নারীর 'personhood' এর সাথে যুক্ত করে অনুধাবনের কথা বলেন। তার মতে, নারীর সত্তাকে বুঝতে হলে বিদ্যমান নানাবিধ বিভাজন ও বর্গীয়করণ হতে বেরিয়ে আসতে হবে। নারীর সত্তাকে নারীত্ব বা পৌরুষত্বের বৈপরীত্য দ্বারা নয় বরং তার বিদ্যমান বাস্তবতার নানা প্রেক্ষিত ও সামাজিক চর্চার মধ্য দিয়ে অনুধাবন করতে হবে। ফার্গুসনের তত্ত্বায়ন নিশ্চিতভাবেই নারীর সত্তা বিশ্লেষণের নতুন মাত্রা যোগ করে। এ ধারা পূর্বেকার সত্তা কেন্দ্রীক অপরাপর চিন্তাধারা হতে অনেক বেশি জোরালো একটি তাত্ত্বিক অবস্থানকে ধারণ করে। একই সাথে এ আলোচনা বর্তমানের বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা জগতের উত্তরাধুনিক চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত বলে আমার মনে হয়েছে। নারীর সত্তাকে ফার্গুসনের ন্যায় বিদ্যমান বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বিবেচনা করা আবশ্যিকভাবেই যৌক্তিক। তবে এ তত্ত্বায়নে যেভাবে নারীর সত্তার বহুমাত্রিকতা বা বহুবিধতাকে অনুধাবনের কথা বলা হয়েছে তা প্রকৃত পক্ষে কতখানি সম্ভব সেটি চিন্তা সাপেক্ষ। তাঁর ধারণা অনুসারে যদি প্রত্যেক ব্যক্তির স্ব-স্ব পরিসরে যদি সত্তাকে বুঝতে চাওয়া হয় তবে, এই সত্তাকে অনুধাবন করা শুধু কষ্টকরই নয় এক অর্থে অসম্ভবও বটে। আমার মতে, নারীর সত্তাকে যদি তার বিদ্যমান বাস্তবতার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়, তবে নারীর সত্তার যে চলমানতা, ধারাবাহিক পরিবর্তনশীলতা সেটিকে আরো স্পষ্টরূপে উপস্থাপন করা সম্ভব হতে পারে। একই সাথে নারীকে কোন আরোপিত বাস্তবতার এর মধ্য না রেখে, নারীকে পুরুষের বিপরীতে প্রতিস্থাপন না করে, যদি তার সত্তাকে অধ্যয়নের চেষ্টা করা হয় তবে নারীর পরিপূর্ণ বাস্তবতা আমাদের সামনে ফুটে উঠতে পারে। নারীর আত্মগঠনের নানাবিধ দোদুল্যমানতা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নারীর সত্তাকে প্রকৃত অর্থে অনুধাবনের সুযোগ পাওয়া যেতে পারে।

৬.উপসংহার

ব্যক্তির সত্তা কোন বিচ্ছিন্ন পৃথক কোন কিছু নয়। এটি অপরাপর বিষয়ের সাথে যুক্ত এবং পরিবর্তনশীল চেতনাগত এক ধরণের বোধ। ব্যক্তিকে কেবল মাত্র তার মনস্তাত্ত্বিক বা কেবল সমাজ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বিবেচনা না করে তাকে এক ধরণের সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে অনুধাবন করা জরুরী। সত্তা এক ধরণের সমন্বিত ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা একটি প্রপঞ্চ। যেখানে একই সাথে দার্শনিকতার সচেতনতা, ফ্রয়েডের ঈগো ও ডুর্খেইমের 'সামাজিক বাস্তবতা' প্রভাবশালী প্রভাবক হিসাবে কাজ করে। এটিকে কেবলমাত্র একটি নির্ণায়ক দ্বারা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। পাশাপাশি সত্তা কোন ভাবেই ব্যক্তির একক কোন ব্যক্তিত্ববোধ বা চেতনাবোধ নয়, বরং এটি তার চারপাশের অপরাপর সামাজিক সম্পর্ক, ও বিদ্যমান পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা সর্বদা পরিবর্তনশীল এক ধরণের চেতনা। তবে একথা সত্য যে, সময় ও পরিস্থিতির বদলের সাথে সাথে ব্যক্তি জীবন হতে শুরু করে বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা জগতেরও পরিবর্তন ঘটে থাকে। যার প্রেক্ষিতে নারীর সত্তা অধ্যয়নের বিষয়টিকে কেবল উত্তরাধুনিক নারীবাদী চেতনা হিসাবে বিবেচনা না করে এক অর্থে সময়ের দাবী হিসাবেও

বিষয়টিকে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। তাই স্বাভাবিকভাবেই সত্তাকে একটি সমন্বিত পঠনের মধ্য দিয়ে পর্যালোচনা করা যেতে পারে বলে আমি মনে করি।

টীকা

[১] এই প্রবন্ধটি আমার স্নাতকোত্তর পর্বের দীর্ঘ একবছরের মাঠকর্ম ও নিবিড় গবেষণার প্রেক্ষিতে রচিত, যার শিরোনাম হলো, "সত্তার নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ প্রেক্ষিত মধ্যবিত্ত নারী"(২০০৯-১০) নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। এই গবেষণাপত্রটির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম। তাই স্বাভাবিক ভাবে আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। এ প্রবন্ধে উক্ত গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য সমূহকে প্রসঙ্গক্রমে ব্যবহার করা হয়েছে।

[২] আক্ষরিক বাংলা অনুবাদে 'Self' শব্দটি 'আত্ম' এবং 'Being' শব্দটির বাংলা হিসাবে 'সত্তা'কে নির্দেশ করা হয়। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে অনেকের মতে, 'Self' ভিন্ন 'Being' প্রপঞ্চটির পৃথক কোন অর্থ দাঁড় করানো সম্ভব নয় (Wikipedia, free enclopedia)। এক্ষেত্রে 'আত্ম' শব্দটি ইংরেজী 'Self'-শব্দটির যর্থাততাকে বহন করে না বলে আমি মনে করি । তাই 'Self' এর বাংলা হিসাবে, 'সত্তা' শব্দটিকে ব;বহার করা আমার কাছে যৌক্তিক বলে মনে হয়েছে।

[৩] এখানে মূলত ব্যক্তিকে সত্তার সমার্থক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পাশাপাশি এর সাথে ব্যক্তির আত্ম সচেতনতা এবং চেতনাবোধের সমন্বয়কে সত্তা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত দেখুন, Michael carrithers (1985), 'An Alternative History of The Self'.

[৪] 'অন্যতা' বলতে এখানে মূলত পুরুষের সাপেক্ষে নারীকে 'অন্য' হিসাবে নির্মাণের যে প্রক্রিয়া সেটিকে নির্দেশ করা হয়েছে। সাধারণতঃ নারী বিষয়ক গবেষণা কাজে নারীকে 'নিজ' হিসাবে চিত্রায়িত করার বিষয়টি খুব কম পরিসরেই লক্ষ্য করা যায়, যা উত্তরাধুনিক নারীবাদী চেতনায় সমস্যাজনক হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

[৫] সাধারণত উত্তরাধুনিক চেতনায়, 'Deconstructionist approach' বলতে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্পাদিত গবেষণা পদ্ধতির ভিন্নতায়, ভিন্ন ধারার গবেষণা পদ্ধতিকে অনুসরণের কথা বলা হয়। যেখানে গবেষকের একচ্ছত্র ক্ষমতা, রচনাকারীর আধিপত্যশীল রচনা শৈলীর বিপরীতে বিদ্যমান প্রপঞ্চকে প্রাধান্যপূর্ণ হিসাবে বিবেচনা করে গবেষণা কাজ সম্পাদনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়।

[৬] উত্তারাধুনিক চেতনায় অপর গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চ হলো 'Antithetical opposition' যেখানে ধারণা করা হয় যে, পূর্বেকার রচিত গ্র্যান্ড ন্যারেটিভসমূহে একটি ধারণাকে আধিপত্যশীল করে তোলার জন্য অপর একটি ধারণাকে এর বিপরীতে গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়। যেমন, পৌরষত্ব' ধারণাটিকে আধিপত্যশীল করার ক্ষেত্রে পুরুষের বিপরীতে নারীর প্রতিস্থাপন করে 'নারীত্ব' সম্পর্কিত আলাপচারিতাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা হয়।

তথ্যপঞ্জী

Carrithers, Michael; Collins, Steven; Lukes, Steven 1985. *The Category of the Person: Anthropology, Philosophy, and History.* UK: Cambridge University Press
Chodorow, Nancy. 1978. *Felinities Masculinities Sexualities: Freud and Beyond.* Cambridge & New York: The University Press

De Beauvoir, Simon. 1952 *The Second Sex.* Translated by H. M. Parsley. New York: Vintage Books

Derrida, Jacques. 1978. Structure, Sign and Play in the Discourse of the Human Sciences. In Alan Bass ed. and trans., *Writing & Difference*. London: Routledge

Derrida, Jacques. 1978. *The post Card: From Socrates to Freud & Beyond.* Translated by Alan Bass. Chicago: University of Chicago Press

Descarte, Rene. 1644. *Principles of Philosophy*. Chicago: University of Chicago Press

Dinnerstein, Dorothy. 1978. *The Mermaid and the Minotaur: Sexual Arrangements and Human Malaise.* London : Souvenir Press

Durkheim, Emile. 1950. *Rules of Sociological Method.* New York: The Free Press

Ferguson, Ann. 1991. A Feminist Aspect Theory of the Self. In Ann Ferguson ed., *Sexual Democracy: Women, Oppression, and Revolution*. London: West view Press

Freud, Sigmund. 1900 *The Interpretation of Dreams*. London: The Hogarth Press

Gilligan, Carol. 1982. *In a different voice: Psychological theory and women's development*. Cambridge, MA: Harvard University Press

Kant, Immanuel. 1933. *Critique of Pure Reason.* Translated by Norman Kemp Smith. London

Lecky, Purkey. 1945. *Self-consistency: A theory of personality*. New York: New York Island Press

Mauss, M. 1968-9. *Oeuvres (Presentation de V. Karady)*. Paris

Purkey, William W. 1988 An Overviews of Self-Concept Theory for Counselors. Highlights: An ERIC/CAPS Digest

Radcliffe-Brown, A.R. 1952. *Structure and Function in Primitive Society*, London: Cohen & West

Roger, C.R. 1947. Some observations on the organization of personality. *American Psychologist, 2, page no; 358-368.* New York: University press

Ruddick, Sara 1995. *Maternal thinking: toward a politics of peace.* New York: The University Press

Taylor, Charles. 1985. The Person. In Michael Carrithers, Steven Collins and Steven Lukes, eds., *The Category of the Person: Anthropology, Philosophy, History*. New York: Cambridge University Press

নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১৫ পৃঃ ২৫-৪০
© ২০১০ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

স্থানচ্যুতি অধ্যয়নে নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি

ফারহানা সুলতানা*

১. ভূমিকা

মানুষের শেকড়হীনতাই বর্তমানে সবচেয়ে বড় একটি বাস্তবতা, বিশেষতঃ উত্তর ঔপনিবেশিক[১] বিশ্বায়নের যুগে। গত তিন দশকে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক আকারে সংঘটিত এবং দৃশ্যমান বাস্তবতা হলো মানুষের 'স্থানচ্যুতি' বা Displacement[২], যা বহুল সংঘটিত প্রক্রিয়া হিসেবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মনোযোগ দখল করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে মূলতঃ বিশ্বব্যাপী রিফ্যুজি বা স্থানচ্যুত মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকে, যা নতুন 'প্রসঙ্গ' হিসেবে নৃবিজ্ঞান তথা বৃহত্তর সমাজ বিজ্ঞানে জায়গা করে নিতে থাকে বলে লুবকেমান (2002) দেখান। এছাড়াও বহিরাগত ও অন্তর্গত বা অভ্যন্তরীণ আধিপত্যের কারণেও প্রতিনিয়ত বহু মানুষকে স্থানচ্যুত ও বাস্তুচ্যুত হতে হয়, যেমন- উচ্ছেদ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দ্বন্দ্ব, সহিংসতা ইত্যাদি।

আলোচ্য প্রবন্ধটিতে মূলতঃ উচ্ছেদের ফলে সংঘটিত স্থানচ্যুতির বিভিন্ন ধরণকে বুঝতে চাওয়া হয়েছে; এ উদ্দেশ্যে ঢাকা শহরের একটি বস্তিতে সম্পন্নকৃত মাঠকর্মের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে স্থানচ্যুতি, স্থানচ্যুতির সাথে সম্পর্কিত পুনর্বাসন ও শেকড়ের প্রত্যয়টিকে খোলাসাকরনের মধ্য দিয়ে স্থানচ্যুতি কীকরে একটি নিরন্তর বা চলমান প্রক্রিয়া হয়ে ওঠে তা দেখানো হয়েছে। স্থানচ্যুতি উচ্ছেদের ফলে সংঘটিত এমন একটি প্রক্রিয়া যা বস্তিবাসীদের গতিশীল জীবনকে আরো গতিশীল করে দেয়। স্থানচ্যুতি কোনভাবেই বস্তিবাসীদের জীবনে নতুন বা শেষ কোন অভিজ্ঞতা নয় এবং ব্যাপকভাবে একে নিশ্চিত করে তোলে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ। রাষ্ট্র বারংবার বস্তি উচ্ছেদের মাধ্যমে স্থানচ্যুতির একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রেক্ষাপট তৈরি করে, ফলে স্থানচ্যুতি বস্তিবাসীদের বারংবার স্থানচ্যুত করার মাধ্যমে একটি চলমান বিষয় হয়ে ওঠে।

২. ক) প্রত্যয় হিসেবে স্থানচ্যুতি

Displacement এর শাব্দিক অর্থ হল স্থানচ্যুতি, যার কারণে মানুষজন তার নিজের পরিচিত বাসস্থান ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। সাধারণ অর্থে স্থানচ্যুতি বলতে বোঝান হয়, মানুষের native সংস্কৃতি হতে বিচ্ছিন্নতা, যা দৈহিক বাস্তুচ্যুতির মাধ্যমে ঘটতে পারে যেমনঃ রিফ্যুজি, অভিবাসী, উচ্ছেদকৃত ইত্যাদি (Bammer, 1994)। বামার এর মতে, স্থানচ্যুতি একই সাথে খন্ডন বা বিচ্যুতির দ্বৈত অবস্থান। অর্থাৎ এটি এমন একটি 'inbetweenes' অবস্থা যা একই সাথে কয়েকটি স্থানের সাথে যুক্ত থাকা এবং একটি স্থানের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে। ফলে দেখা যায়, স্থানচ্যুতির কারণে মানুষজন তাদের প্রতিদিনকার চর্চা, পরিচিত পরিবেশ, বস্তুগত সম্পদ ইত্যাদি থেকে বিচ্যুত হতে বাধ্য হয় (সুলতানা, ২০০৯: ২৫)।

* গবেষণা সহকারী, স্যানিটেশন সাসটাইনাবিলিটি স্টাডি, বিশ্ব ব্যাংক
ইমেইলঃ farhana_ju@yahoo.com